‘বাম-রাজনীতিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ: ১৯৪৬-২০১১’

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে

পি.এইচ.ডি (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষণার সারসংক্ষেপ (Synopsis)

গবেষক

বিমল চন্দ্র বর্মণ

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫

রেজি. নং: **A00HI1200215**

তত্ত্বাবধায়ক

ড. রূপ কুমার বর্মণ

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০০৩২

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

২০২২

‘বাম-রাজনীতিতে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ: ১৯৪৬-২০১১’

বিমল চন্দ্র বর্মণ

ভূমিকা:

সাম্প্রতিককালে সমাজ বিন্যাস ও স্তরায়নের খুঁটিনাটি বিষয় অনুসন্ধানের জন্য ‘জাতি’ ও ‘শ্রেণি’র ধারণাকে ইতিহাসচর্চার বিষয় করে সমাজজীবনকে আলোচনায় নিয়ে আসা হয়েছে। এক্ষেত্রে সাহিত্যিক থেকে সমাজবিজ্ঞানী এমনকি রাজনীতিবিদদের আলোচনা একমাত্রিক না হলেও ভিন্ন মতামত বুঝতে সাহায্য করে কীভাবে সমাজকে নতুন করে ব্যাখ্যা দেওয়া যায়। ফলত উভয় ধারণার মধ্যে সমাজ সংগঠনের প্রশ্নটি জড়িয়ে রয়েছে। সেই দিক থেকে উভয়ের স্বতন্ত্রতা এবং আন্তঃসম্পর্কের সমান গুরুত্ব রয়েছে। বর্তমান জাতি ব্যবস্থা তার কৌলিন বৃত্তি ত্যাগ করে উৎপাদনের নতুন নতুন ক্ষেত্রে যুক্ত হয়েছে। সেই সূত্র ধরে অনেকেই জাতির তুলনায় শ্রেণির গ্রহণযোগ্যতাকে বড় করে দেখেছেন। এর সঙ্গে জাতিহিংসার বিষয়টিকে উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে যুক্ত করে শ্রেণির ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছেন। তবে উৎপাদনের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তিতে জাতি অগ্রসর হলেও জাতের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেনি। সেই দিক থেকে জাতি তার ঐতিহ্যের কালানুক্রমিকতা বজায় রেখেছে। যাইহোক, উভয় ধারণা দিয়ে অতি সহজে সমাজবিন্যাস ও তার স্তরায়নকে উপস্থাপন করা যায়। উভয়ের এই সংঘবদ্ধতা বোঝার সুবিধার্থে আমরা গবেষণার স্থান ও জাতি প্রসঙ্গটি উত্তরবঙ্গের নিরিখে রেখে ব্যাখ্যা রাখব। এই ব্যাখ্যার আলোচনার বিষয় হিসাবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মধ্যে দিয়ে বামপন্থী রাজনীতির ভাবনা যুক্ত হওয়ার সম্ভবনার দিকগুলো পর্যালোচনা করব।

যা বামপন্থী রাজনীতি ও জাতি রাজনীতির সমন্বয় ও সংঘাত একই সঙ্গে বুঝতে সাহায্য করবে।

বঙ্গের 'জাতি' ও 'শ্রেণি'র পারস্পরিকতা বোঝার জায়গাটি অতি সহজে সংযোগ করা যায় কৃষক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। সেই কৃষক আন্দোলন যদি হয় তেভাগার আন্দোলন তাহলে রাজবংশীদের কথা স্বাভাবিকভাবে চলে আসে। আন্দোলনের স্থান হিসাবে যদি রংপুর, দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ির কথা বলা হয় তাহলে উক্ত স্থান আন্দোলনের উৎসভূমি হিসাবে বিবেচিত হয়। অন্যদিকে স্থানীয় ইতিহাস গঠনে এবং তেভাগায় অংশগ্রহণের প্রশ্নে রাজবংশীদের ভূমিকা অবিসংবাদিত। এই দুই কার্যক্রম এমনভাবে সংযুক্ত তাতে শ্রেণি ও জাতির একটা যুগ্ম বোধ অনুভব হয়। এই বোধ নির্মাণে জাতিগত দৃষ্টিকোণ ভারতবর্ষের পরিচিতির সমর্থক। অন্যদিকে আকস্মিকভাবে বামপন্থীদের আবির্ভাব ও ভাবনা এতে যুক্ত হয়। ফলত বামপন্থীদের সমাজ গঠন ও রূপান্তরের নেপথ্যে রয়েছে জাতিগত কাঠামোর বিরুদ্ধে সংগ্রাম। কিন্তু তার অনুপস্থিতির পরিপূরক হিসাবে শ্রেণির জায়গাটি প্রকট হয়। রাজনীতির এই জায়গাটি কীভাবে বিকাশ ঘটে তার পর্যালোচনার মধ্য দিয়েই রাজবংশী জাতির ইতিহাস পুনঃমূল্যায়ন করবে আলোচ্য সন্দর্ভটি।

সোভিয়েত রাশিয়ার উত্থানের মধ্য দিয়ে গোটা দুনিয়ায় একটা নতুন আসা (Hope) সঞ্চার হয়েছিল। শ্রমজীবি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা ছিল এই বিপ্লবের প্রধান চালিকা শক্তি। তবে তার প্রভাব বাংলায় পড়েছিল শ্লথ গতিতে। যেমন ১৯২০ সালের দিক থেকে 'শ্রমিক ও কৃষক' প্রশ্নটি ভারতীয় রাজনীতিতে যুক্ত হলেও শ্রেণিচেতনার বিষয়টি একপ্রকার ছিল না বলেই চলে। কংগ্রেস রাজনীতির পরিমণ্ডলে তার বিকাশ ঘটে এবং তার অভিপ্রায় 'শ্রমিক ও কৃষক' উত্থানের সঙ্গে সম্পর্কিত না

থাকলেও কৃষক ও শ্রমিক প্রশ্নটি গুরুত্ব পেতে থাকে। ধীরে ধীরে ‘শ্রমিক ও কৃষক’ সংগঠন গড়ে ওঠে এবং স্বতন্ত্রভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম হয় (১৯২৫)। তার পাশাপাশি কতগুলো কৃষক ও শ্রমিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন ‘Workers and Peasants Party’ (১৯২৫), ‘লেবার স্বরাজ পার্টি’ (১৯২৫), ‘বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দল’ (১৯২৬), ‘শ্রমিক কৃষক পার্টি’ (১৯২৮), নিখিল বঙ্গ প্রজা সংগঠন (১৯২৯) বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠতে থাকে। অর্থাৎ বামপন্থী পরিমণ্ডল ও বুদ্ধিজীবিদেরও আত্মপ্রকাশ ঘটে। অন্যদিকে স্বরাজ পার্টি দূর্বলতা এবং চিত্তরঞ্জন দাশের আকস্মিক মৃত্যু (১৯২৫) বঙ্গের রাজনীতিতে শূন্যতার সৃষ্টি করে। এই পরিস্থিতিতে জহওরলাল নেহেরু (১৮৮৯-১৯৬৪) কিংবা সুভাষ চন্দ্র বসু (১৮৯৭-১৯৪৫) শ্রমিক কৃষকদের অবস্থান কংগ্রেস রাজনীতিতে নতুন করে ভাবলেও তার সঠিক দিশা দেখাতে ব্যর্থ হয়। ১৯৩০র দশকে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী, প্রগতিশীল ও বামপন্থীদের সহচর্যে কৃষক সভা গড়ে ওঠে। তা সত্বেও তাদের কার্যকলাপ শ্রমজীবি মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের সমার্থক হয়ে উঠেনি। এরকম পরিমণ্ডলে এ.কে.ফজলুল হক কৃষক ও প্রজাদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক সংগঠন (১৯৩৫) তৈরি করে এবং বাংলার ক্ষমতা দখল করে। প্রজাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার অঙ্গিকার নিয়ে ক্ষমতা দখল করার পর ভূমিসংস্কারকে বাস্তবায়িত করার দিকে মনোনিবেশ করেন। যার কারণে তার রাজত্বে ফ্লাউড কমিশন (১৯৩৮) গঠিত হয় এবং ১৯৪০ সালে তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টে প্রজাদের অবস্থান উন্নতির সেরকম ব্যবস্থা হয়নি। সুরাহা না হলেও প্রজা সত্বের বিভিন্ন দাবি তা প্রচারে আসতে শুরু করে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তার পরবর্তীতে ১৯৪৩র মন্মন্তর সমাজ জীবনের পরিস্থিতি অনেকটা ভিন্নতর করে তোলে। এই অবস্থাতে কৃষকদের যে দাবি ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্টে উঠে আসে তাকে কিছুটা

আন্দোলনের দাবির ভাষা করে বামপন্থীরা আকস্মিকভাবে তেভাগা আন্দোলনের পরিকল্পনা করেন। এই আন্দোলন বঙ্গের কৃষক আন্দোলন তথা বামপন্থী রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা বড় জায়গা করে নেন। আন্দোলনের গুরুত্ব এতটাই গভীর ও বিস্তৃত তা একটা দৃষ্টান্ত হিসাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। এই আন্দোলন বঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সংগঠিত হলেও তার আদি উৎস লক্ষ করা যায় উত্তরবঙ্গে। উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসে রাজবংশীদের অবস্থান অনান্য সম্প্রদায়গুলোর তুলনায় সংখ্যাধিক্য থাকায় তাদের আন্দোলনে অংশগ্রহণ যেমন ছিল গুরুত্বপূর্ণ তেমনি কৃষক সম্প্রদায় হিসাবে রাজবংশীদের শ্রেণি আন্দোলনকে সমর্থন এক অন্য মাত্রা দেয়। যাইহোক, বামপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বঙ্গে একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল তৈরি হয়। যা আন্দোলন প্রচারে সহায়ক ভূমিকা নেন। দেশভাগ পরবর্তীতে এই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল পার্টিতন্ত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশ সমাজকে পরিবর্তনের দিকে নিয়ে গেলে রাজবংশী সমাজ কতটা একাত্ববোধ করে তার ব্যাখ্যা বুঝতে সাহায্য করবে উভয়ের পারস্পরিকতাকে।

দেশভাগ পরবর্তীতে বঙ্গের বামপন্থী আন্দোলনের ইতিহাস যেমন জটিল হয়ে উঠেছিল তেমনি তাদের মধ্যে মতানৈক্যের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। এই মালিন্যতাকে নিয়েই বঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টি বার বার বিভিক্ত হয়েছে এবং আদর্শের থেকে সরে গিয়ে রাজ্য রাজনীতির ক্ষমতা দখলের ভূমিকা পালন করেছে। সে কারণে অনেক সময় অ-বাম সংগঠনগুলির সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে এবং নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে রাজ্য রাজনীতিতে তাদের নিয়ন্ত্রণে এসেছে। এই পটভূমিতেই উন্নয়নের প্রশ্নে বামফ্রন্ট **১৯৭৭**র পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমতা দখল করে। আলোচ্য সন্দর্ভটি সে কারণেই **১৯৭৭**র বামফ্রন্টের নীতি ও আদর্শে দ্বারা কীভাবে রাজবংশী সমাজ প্রভাবিত হয়েছে

এবং রাজবংশী প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেয়েছে সে বিষয়কে অগ্রাধিকার দিয়ে আলোচনায় আলোকপাত করা হয়েছে। ফলত আমাদের সীমিত আলোচনা পরিসরে পশ্চিমবঙ্গের অন্য বাম সংগঠনগুলি যেমন, নকশাল, আর.এস.পি, এস.ইউ.সি.আই কিংবা ফরওয়ার্ড ব্লক দলের ইতিহাস উঠে আসেনি।

তেভাগা পর্বে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ এবং তাদের আত্মত্যাগের কথা বিভিন্ন সাহিত্যে বা বঙ্গের বাম নেতাদের লেখনীতে কিংবা গবেষণাধর্মী প্রবন্ধে বলা হলেও সেই বিষয় নিয়ে আজ পর্যন্ত কোন গবেষণা রচিত হয়নি। এমনকি উপনিবেশিক পর্বে বামপন্থী রাজনীতিতে রাজবংশীদের একটি অংশ যুক্ত থাকলেও তাদের অবস্থান নিয়ে অলোচনা একপ্রকার হয়নি বললে চলে। এই শূন্যস্থান পূরণ করার একটা ছোট প্রয়াস নিয়ে আমাদের এই সন্দর্ভটির অবতরণা। এতাবৎ হওয়া গবেষণায় 'জাতি' ও 'শ্রেণি'র উপর যা আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে তার একটি রূপরেখা নিম্নে তুলে ধরা হল।

পূর্ববর্তী গবেষণার পর্যালোচনা:

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্থ থেকেই ভারতের বিভিন্ন জেলার সামাজিক অবস্থান বোঝার তাগিদে শাসনতান্ত্রিক সমীক্ষায় ব্রিটিশ আধিকারিকদের লেখনীতে বিভিন্ন জাতি, উপজাতি ও নিম্নবর্ণের মানুষের নাম প্রকাশ পায়। এই ধরনের উদ্যোগের আবডালে লুকিয়ে ছিল প্রশাসন পরিচালনার তাগিদ ও সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিপ্রায়। সেই কারণে তাঁরা প্রত্যেক জেলার জনবিন্যাস (Demography) অনুসন্ধান করার প্রয়োজন অনুভব করেন এবং জেলার আধিকারিকদের ও অনান্যদের সেই দায়িত্ব পালন করতে উৎসাহ দেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা জনবিন্যাসের সঙ্গে জনতত্ত্বের ধারণা দিতে থাকলে স্থানীয় সমাজে একধরনের প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। তখন থেকেই একপ্রকার জাতির আধুনিকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বলা চলে। বিশ শতকে তথাকথিত ভারতবর্ষের

নিম্নবর্ণীয় মানুষদের জাত্যগ্রসরণ (Caste Mobility) ধারার সূত্রপাত ঘটতে দেখা যায়, উক্ত ঘটনার মধ্য দিয়ে। যাইহোক, এই সময় যে সকল ব্রিটিশ আধিকারীকের লেখনী আমরা দেখতে পাই এবং রাজবংশী বিষয়টি সেই লেখনীতে জায়গা নিয়েছে এমন কয়েকজন শাসক পন্ডিতবর্গের মধ্যে বুকানন হ্যামিল্টনের নাম করতে হয়। তাঁর সংগৃহীত তথ্যগুলি সংঘবদ্ধ করে মন্টগোমারী মার্টিন পরবর্তীতে প্রকাশ করেন (১৮৩৮) '*The History, Antiquity, Topography and Statistic of Eastern india'.* এর পরবর্তীতে ডাব্লু ডাব্লু হান্টার, হার্বাট রিজলী কিংবা ও'মালি নাম উল্লেখ করা যায়। তবে ব্রিটিশ শাসনের বিস্তারের সঙ্গে বুকানন-সৃষ্ট জ্ঞান চর্চার ধারা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন ডাব্লু.ডাব্লু.হান্টার লিখেছেন 'My materials are chiefly taken from Dr. Buchanon Hamilton's Ms Account 13 of Rangpur, Mr. B.H. Hodgson's Essay on the Koch, Bodo, Dhimal Tribes (Journal of the Assiatic Society of Bengal, 1849 Part-ii), and Colonel Daittan's, Descriptive and Ethnalogy of Bengal' (Calcutta 1872)'.

পরবর্তীতে বিশেষত বিশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে যে সকল ভারতীয় জাতি বিষয়টি লেখনীর প্রতিপাদ্য করে তারাও একপ্রকার উক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে এবং জাত ব্যবস্থার নতুন নতুন ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। এদের মধ্যে যোগেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্যের *'Hindu Caste and Sects, An exposition of the origin of the Hindu Caste system and the bearing of the sects towards each other and towards others religious system'* গ্রন্থটি ১৮৯৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। নৃপেন্দ্র কুমার দত্তের *'Origin and Growth of Caste in India'* প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে। সুনীতি কুমার চ্যাটার্জি ১৯৫১ সালে প্রকাশ করেন *'Kirata*

Jana Kriti'. ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের *'বাংলার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন)'* প্রকাশ পায় ১৯৬৩ সালে। নৃপেন্দ্র কুমার দত্তের *'Origin and Growth of Caste in India, Vol-II, Castes in Bengal'* প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। উক্ত গ্রন্থে তিনি রাজবংশী জাতি সহ বঙ্গের কয়েকটি নিম্নবর্ণীয় জাতির সন্মানজনক পরিচিত তুলে ধরেছেন। অন্যান্য গ্রন্থদ্বয় মূলত বর্ণ ও জাতি ব্যবস্থার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে বিচার করেছেন। ভাষাতাত্ত্বিক সুনীতি কুমার তাঁর গ্রন্থে রাজবংশীদের অবস্থান দেখাতে গিয়ে তিনি নিন্দাসূচক ভাবনার প্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর উল্লেখিত গ্রন্থে জাত ব্যবস্থার মধ্যে আর্য ও অনার্য বির্তকের বিষয়টি নিয়ে এসেছেন, একটু ভিন্নভাবে। তিনি লিখেছেন 'আর্য ও অনার্য শব্দদুটি দুটি ধর্মের বিভিন্নতার সূচক দলাদলির সংজ্ঞামাত্র'। তাঁদের রচিত গ্রন্থের জায়গাটি অনেকটা বঙ্গে নিরিখে রচিত হয়। তা সত্ত্বেও এই নতুন লেখনীতে সেই অর্থে নিম্নবর্ণীয় মানুষের অবস্থান ফুটে ওঠেনি। মূলত ১৯৯০র দশক থেকে উক্ত ধারার কিছুটা পরিবর্তন দেখা যায়। সেখানে স্থানীয় ইতিহাসের সঙ্গে বিভিন্ন জাতির ইতিহাস রচনা হতে থাকে। সেই উদ্যোগে রাজবংশীদের উপর কয়েকটি গবেষণামূলক সন্দর্ভ ও গ্রন্থ প্রকাশ পায়। মূলত একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকে রাজবংশী জাতি আন্দোলন নিয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা হতে থাকে। রাজবংশী জাতি ইতিহাস রচনায় যাদের নাম বলতে হয় তাদের মধ্যে স্বরাজ বসু একজন। তিনি রচনা করেন, *'Dynamics of a caste movement: The Rajbansis of North Bengal, 1910-1947'.* গ্রন্থটি রচিত হয় ২০০৩ সালে। বসু তার গ্রন্থে রাজবংশীদের পরিচিতি, জাতি সচেতনা এবং ক্ষত্রিয়করণের রাজনীতির জায়গাটিকে তলিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন। রাজবংশী জাতির জনক হিসাবে পঞ্চানন সরকারের (তিনি পঞ্চানন বর্মা নামে সমধিক পরিচিত) 'ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রতিষ্ঠার

সময়কাল থেকে (১৯১০) দেশভাগ পর্বের সময়সীমার মধ্যে রাজবংশীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের আলোচনা রেখেছেন। সেই জীবন চক্রে পঞ্চাননের 'ক্ষত্রিয় সমিতি' প্রভাব এবং কিছুটা সমিতির ব্যর্থতার ইতিহাস তিনি লেখনীতে নিয়ে এসেছেন। একই সঙ্গে 'ক্ষত্রিয় সমিতি'র সাংগঠনিক কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করতে দেখা যায় যা সমিতি গড়ে তোলার পশ্চাতে পঞ্চাননের মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবস্থান বুঁঝতে সাহায্য করে। সেইসঙ্গে জাতি আন্দোলন গড়ে তোলার আবডালে বর্মার পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটাই প্রভাব ফেলেছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেন। ২০০৪ সালে রূপ কুমার বর্মণের একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ (article) *'জাতি পরিচিতি গঠন, উত্তরণ ও এলিট নেতৃত্ব: ঔপনিবেশিক বাংলায় রাজবংশী-ক্ষত্রিয় আন্দোলনের একটি সমীক্ষা'* প্রকাশ পায়। আলোচ্য প্রবন্ধটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল ক্ষত্রিয় আন্দোলনের পটভূমি গড়ে ওঠার পশ্চাতে যে প্রশ্নটি সামনে আসতে দেখা যায় তা হল রাজবংশীরা, কোচ জাতি নয়। ব্রিটিশ সেন্সাস আধিকারিকদের অভিপ্রায় ছিল কোচ ও রাজবংশী একই জাতি সম্ভূত। এই বির্তকটি ধরে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন রাজবংশী ক্ষত্রিয় আন্দোলনের জনপ্রিয়তা কোচদের, রাজবংশী জনমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্তকরণের দিকে নিয়ে যায়। রূপ কুমার বর্মণ এই অনুসিদ্ধান্ত অনেকটা ব্রিটিশ প্রতিবেদনের সাক্ষ্য প্রমাণ নির্ভর। এর সঙ্গে তিনি লক্ষ করেছেন রাজবংশী এলিট সম্প্রদায় জাতি রাজনীতির তুলনায় জাতীয় রাজনীতির ক্ষমতার পরিসরকে অনেকটা বড় করে ভাবতে থাকেন। যার কারণে একটা সময় দেখা গেল জাতি আন্দোলন থেকে বেড়িয়ে অনেকে জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিতে শুরু করে। তার মধ্যে রাজবংশী এলিটদের মধ্যে উপেন্দ্রনাথ বর্মণের নাম আমরা সর্বাগ্রে পেয়ে থাকি। তিনি *'রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস'* এবং পঞ্চানন বর্মার জীবনী রচনা করে তাঁর পরিচিতি পরিমণ্ডলকে বেশ জনপ্রিয় করে তুলেছেন। সেকারণে

এবং পঞ্চানন পরবর্তীতে উপেন্দ্রনাথ বর্মণ ছিলেন রাজবংশী জাতি আন্দোলনের প্রথম শ্রেণির নেতা। জাতি রাজনীতির থেকে জাতীয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে যূথিকা বর্মা তার (২০২১) *'জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (১৮৯৮-১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন উত্তরবঙ্গ'*, গ্রন্থে দেখিয়েছেন উপেন্দ্রনাথ বর্মণের দৃষ্টিভঙ্গিকে জাতির সার্বিক স্বার্থ রক্ষার জায়গা থেকে।

দেশভাগ পরবর্তীতে বিশেষত যুক্তফ্রন্ট এবং বামফ্রন্টের সময়কালে রাজবংশীরা আলাদা রাজ্যের দাবি তুলে জাতি আন্দোলন গড়ে তোলেন। কামতাপুর রাজ্যের নামে উত্তরবঙ্গকে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি নিয়ে বামফ্রন্টের রাজত্বে রাজবংশীরা সমান্তরালভাবে কতগুলো সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। উত্তর-উপনিবেশিক পর্বে কীভাবে আলাদা রাজ্যের ধারণা রাজবংশীরা নিয়ে আসে এবং তার বৈধতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন ধীরেন্দ্রনাথ দাস। *'Regional Movement, Ethnicity and Politics'* গ্রন্থটি তিনি ২০০৫ সালে প্রকাশ করেন। তিনি দেখিয়েছেন রাজ্য গঠনের জন্য যে সকল উপাদান অপরিহার্য যেমন অঞ্চলের ইতিহাস, স্থানের স্বতন্ত্রতা, ভাষার ও তার সাহিত্য, অর্থনৈতিক কাঠামো, রাজনৈতিক মনবৃত্তি এবং স্বতন্ত্রতা রক্ষার জন্য স্থানীয়দের প্রতিরোধ যা রাজ্য গঠনে এবং বৈধতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের ভৌগলিক পরিবেশ যথোপযুক্ত হলেও শাসক শ্রেণির অসহযোগিতা কথা ওঠে এসেছে। পরবর্তী কালের রচিত গবেষণাগুলোতে শাসক শ্রেণির এই অসহযোগিতার প্রসঙ্গটি লক্ষ করা যায়। রূপ কুমার বর্মণ তার অনবদ্য গবেষণা *'Contested Regionalism'* প্রকাশ করেন ২০০৭ সালে। উক্ত গ্রন্থে উত্তর উপনিবেশিক সময়কালে রাজবংশীদের কীভাবে আঞ্চলিক রাজনীতির দিকে নিয়ে গেল তার যেমন তিনি ব্যাখ্যা রেখেছেন তেমনি তিনি রাজবংশীদের Caste base ethnicity যা উপনিবেশিক পর্বে একটি সুনিদিষ্ট পথে

অগ্রসর হলেও পরবর্তীতে সুস্পষ্ট কোন পথের সন্ধান করতে পারেনি বলে মনে করেন। আন্দোলনের এই অস্পষ্টতাই আন্দোলনকারীদের আঞ্চলিকতার দিকে নিয়ে গেছে বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। জাতি এবং আঞ্চলিকতার যৌথতার নিরিখে স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবির প্রাসঙ্গিকতা প্রকাশ পেয়েছে রূপ কুমার বর্মণের গ্রন্থে। ২০২১ সালে আর একটি গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন নির্মল চন্দ্র রায়। যা মূলত রাজবংশীদের জাতি রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রচিত।

উপরিউক্ত গ্রন্থসমূহ রাজবংশী জাতি আন্দোলন, রাজবংশীদের আলাদা রাজ্যের দাবি এবং তাদের রীতিনীতি কিংবা কীভাবে উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত সমাজের অঙ্গে পরিণত হয়েছে তার আলোচনার হলেও শ্রেণির নিরিখে রাজবংশীদের নিয়ে গবেষণা রচনা হয়নি। উত্তরবঙ্গের শ্রমের রাজনীতির প্রেক্ষাপটে রাজবংশীদের অবস্থান নিয়ে গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা নেই বললে চলে। তার মধ্যে এক দুজন গবেষকের রচনাতে কিছুটা বাম আন্দোলনের কথা উঠে এসেছে। তার প্রসঙ্গ অনেকটা তেভাগার উপর। তেভাগা আলোচনার বিষয় হলেও তাতে রাজবংশীদের কথা আলোচনাই উঠে আসেনি। অথচ উত্তরবঙ্গের তেভাগা আন্দোলনে রাজবংশীদের অংশগ্রহণ এবং তার অবদানের কথা বলা হয়ে থাকে কিন্তু লেখনীতে তাঁদের কথা একপ্রকার নেই বললে চলে। শ্রেণির নিরিখে যে সকল গবেষণা প্রকাশ পেয়েছে তার মধ্যে রঞ্জিত দাসগুপ্তের নাম উল্লেখ করা হয়। তিনি বাম দৃষ্টিভঙ্গির জায়গা থেকে   জলপাইগুড়ির ইতিহাস লিখেছেন। জেলা হিসাবে জলপাইগুড়ির উৎপত্তির (১৮৬৯) সময়কাল থেকে দেশভাগ পর্যন্ত তার গবেষণার পরিধি। মুলত বোদা, পাটগ্রাম ও পচাগড় এই তিনটি অঞ্চল আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে রেখেছেন। এই গবেষণা গ্রন্থটির প্রতিপাদ্য বিষয় হল জলপাইগুড়ির সামাজিক কাঠামোর স্বতন্ত্রতাকে তুলে ধরা। এই মৌলিক ধারার সঙ্গে

অর্থনৈতিক উন্নয়নের ভাবধারাকে যুক্ত করে পরিবর্তনের জায়গাটি দেখানোর চেষ্টা করেছেন। এই নতুন ভাবধারা অনেকটা শাসকের হাত ধরে বিশেষত চাবাগিচা এবং রেলপথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গে জায়গা করে নিতে থাকে। এতেই স্থানীয় জীবনধারা পরিবর্তনের দিকগুলো প্রকাশ পায়। অপরদিকে পুঁজির বিকাশ এবং শ্রমজীবি মানুষের আবির্ভাব জলপাইগুড়িতে বামপন্থী রাজনীতির পরিসর সৃষ্ট হতে সাহায্য করে। এই সূত্র ধরে তেভাগা আন্দোলনের রূপরেখা তৈরি করেছেন। যা জাতি রাজনীতির উপর কিছুটা প্রভাব ফেলেছিল তার আভাস ফুটিয়ে তুলেছেন। সুভজ্যোতি রায়ের গ্রন্থে দেখতে পাই ব্রিটিশ শাসন কাঠামোয় কীভাবে জলপাইগুড়ির সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে বাম আন্দোলনের সাংগঠনিক ক্ষেত্র গড়ে উঠেছে, তার ব্যাখ্যা। কার্তিক চন্দ্র সূত্রধরের গবেষণা আমাদের বুঝতে সাহায্য করে জমি ও জমি সম্পর্কে বিবর্তন এবং এর মধ্যদিয়ে যে নতুন পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্ম হয়েছে তা তিনি জলপাইগুড়ির জেলার নিরিখে তুলে ধরেছেন। *'Right-Left Right' and Caste Politics: The Scheduled Castes in West Bengal Assemly Election (from 1920 to 2016)* রূপ কুমার বর্মণ তার এই গবেষণামুলক প্রবন্ধটি ২০১৮ সালে প্রকাশ পায়। ওনার অপর একটি গ্রন্থ *'জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রর্তক, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান'* গ্রন্থে রূপ কুমার বর্মণ পশ্চিমবঙ্গের জাতি রাজনীতি প্রসঙ্গটি আলোচনা করতে গিয়ে বাম জমানায় ভোট রাজনীতিতে তাদের অবস্থান এবং ভদ্রবাবু সমাজ নিম্নবর্ণীয় মানুষের প্রতি কিরূপ মনভাব ব্যক্ত করে তার আলোচনা রেখেছেন আলোচ্য গ্রন্থটিতে। খুব সম্প্রতি (২০২২) তিনি রচনা করেন *'পরিবর্ত অনুসন্ধান: রাষ্ট্র নাগরিকত্ব বাস্তুচ্যুতি ও ইতিহাসচর্চা'* নামক গ্রন্থটি। উক্ত গ্রন্থে তিনি ব্যক্তি অভিজ্ঞতার নিরিখে বঙ্গের বামপন্থীদের বিভিন্ন কর্মসূচির প্রসঙ্গ এবং

আঞ্চলিকতার অঙ্গনে গড়ে ওঠা জাতি আন্দোলন কীভাবে ১৯৭০ এর দশক থেকে গোটা বিশ্বে আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের তৎপর হয়েছে এবং মুলনিবাসী বাস্তুচ্যুত হয়ে নতুন রাষ্ট্রের নাগরিগকে পরিণত হয়েছে সেদিকে আমাদের দৃষ্টিপাত রাখতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে আলোচ্য সময়কালে কীভাবে জাতির ইতিহাস রচনার জায়গাটি উপনিবেশিক জ্ঞানতত্ত্বের ভাবধারা সামনে রেখে সাহিত্য রচনা হয়েছে তার দিকটিকে তিনি তুলে ধরেছেন। ফলত যেভাবে সমাজ ব্যাখ্যার বিষয়টি দাঁড়িয়ে আছে তা একটা পরিসর তৈরি করতে পারলেও বাস্তব জীবনের প্রতিচ্ছবি কিন্তু ভিন্নতাকেই প্রকট করে বলে অভিমত প্রকাশ করেন।

উপরিউক্ত গবেষণাধর্মী রচনাগুলি ছাড়াও কিছু সমাজকর্মী, রাজনীতিবিদ ও অন্যান্যদের আলোচনা আমাদের গবেষণার বিষয়কে ভাবতে সহায়তা করেছে। উক্ত গ্রন্থগুলি সরাসরি গবেষণাধর্মী রচনা না হলেও তাদের কিছু বয়ান বা বক্তব্য আমাদের বিষয়কে সমৃদ্ধ করতে সাহায্য করে। যেমন জাতীয় আন্দোলন বা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজবংশীদের ভূমিকা এবং অবদান নিয়ে গ্রন্থ রচনা করেন নির্মল কুমার চৌধুরি। খুব সাম্প্রতিক কালে (২০২২) অরিন্দম পাকরাশী সম্পাদনা করেন *‘ডুয়াস গান্ধী: নলিনী মোহন পাকরাশী ও স্বাধীনতা সংগ্রাম’*। ২০০৭ সালে সুখবিলাশ বর্মার সম্পাদিত কামতাপুরী আন্দোলনের উপর একটি বই প্রকাশিত হয়। যা রাজবংশী জাতি আন্দোলনের বিষয়ে অবগত করতে সাহায্য করে। তেমনিভাবে রূপ কুমার বর্মণের অপর একটি অনবদ্য গবেষণামূলক গ্রন্থ হল *‘Partition of India and its impact on Scheduled Caste in Bengal’.* বাংলার বিভিন্ন নিম্নবর্ণীয় সমাজের মানুষের অবস্থানের সঙ্গে রাজবংশীরা কীভাবে দেশভাগের প্রভাবে প্রভাবিত হয় তার বিশ্লেষণ রেখেছেন আলোচ্য প্রকল্পে। অভিজিৎ দাসগুপ্তের গবেষণা মূলত জমিকে আলোচনার

প্রধান বিষয় করে বাম-রাজনীতি ও পঞ্চায়েত রাজ ব্যবস্থার নিরিখে জলপাইগুড়ির প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। সুতরাং উপরিউক্ত লেখকদের রচনাকে বিবেচিত করে শ্রেণি ও জাতির সহবস্থান সামনে রেখে রাজবংশী জাতির ইতিহাস পুনঃমূল্যায়নে প্রয়াসী হয়েছে আলোচ্য সন্দর্ভটি। এই প্রয়াস পরিপূর্ণতা পেতে অনুমান সাপেক্ষ (Hypothesis) বিষয়টির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নিচের জিজ্ঞাসাগুলি রাখা হয়েছে।

গবেষণা মূল প্রশ্নসমুহ:

১. বিশ শতকের প্রথমার্ধে কীভাবে রাজবংশী জাতি চেতনার বিকাশ ঘটেছিল ?

২. রাজবংশী জাতি প্রতিরোধ কতটা শ্রেণি প্রশ্নকে অগ্রাধিকার প্রদান করে ? জাতি প্রশ্নের সঙ্গে বামপন্থী রাজনীতির সংযুক্তি কতটা বস্তুবাদী ইতিহাসের সঙ্গে একাত্ব হয়ে উঠেছিল ?

৩. বামপন্থী রাজনীতির অভ্যন্তরে রাজবংশীদের অবস্থান এবং প্রতিক্রিয়া কেমন ছিল ?

৪. সমতা-ভিত্তিক সমাজ গঠনের আহ্বান কীভাবে নতুন করে জাতি প্রতিরোধের জন্ম দিয়েছিল ?

গবেষণার উদ্দেশ্য:

বঙ্গের বামপন্থীদের কার্যকলাপ তাদের দৈনন্দিন অভ্যাস পাল্টানোর আভাস দিয়ে সমাজকে বিশ্লেষণের একটা ঝোঁক বরাবরেই ছিল। তাঁদের সেই অবস্থান কতটা স্থানীয় সমাজ পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা নিয়েছিল তার প্রাথমিক অনুসন্ধান আমাদের আলোচ্য প্রকল্পটি রচনায় উদ্যোগ নিতে সাহায্য করে। ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে একপ্রকার কোন ঘটনা বা অভ্যাস কিংবা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সূত্রায়িত হয়। সেই নিরিখে বাম কমরেডদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা ইতিহাসে উপজীব্য। এই Commonality উভয়ের মধ্যকার সম্পর্কের একটি যোগসূত্র যা স্থানীয় ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত হলে কি

প্রচলিত সমাজ কাঠামো পরিবর্তিত হয়ে অন্যরকম হয়ে যায়? সামাজিক সংগঠনগুলো কি ভেঙ্গে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়? এই জিজ্ঞাসাগুলো প্রাথমিকভাবে আমাদের উত্তরবঙ্গের স্থানীয় ইতিহাস পুনঃনির্মাণ করতে অনুপ্রেরণা জোগায়।

গবেষণা পদ্ধতি:

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভটি রূপায়ণ হেতু প্রাথমিক ও গৌণ উভয় উপাদানের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সেই উপাদেনের জায়গাটি প্রধানত কোন অভিজ্ঞতা, ঘটনা বা অভ্যাসের জায়গা থেকে প্রাপ্ত হয়। তথাকথিত ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে সরকারি মহাফেজখানার উপর নির্ভরশীল হয়ে তথ্য অনুসন্ধানের বিষয়টি আমাদেরকে সমূহ গুরুত্ব আরোপ করতে আগ্রহশীল করে তুলেছে। যা ইতিহাসের সত্যতা যাচাইয়ের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হয়। এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ক্ষেত্র সমীক্ষা, লিফলেট, পত্রপত্রিকা, মৌখিক ইতিহাস (Oral Narrative) এবং ব্যক্তিগত ডাইরি ইতিহাসের প্রাথমিক উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। যা অনেকটা মহাফেজখানার সীমাবদ্ধতার শূন্যস্থান পূরণ করতে সাহায্য করবে। অর্থাৎ আমাদের আলোচ্য গবেষণা প্রকল্পটি সরকারি পরিভাষা পূনঃমূল্যায়নের পাশাপাশি স্থানীয় জীবনের সঙ্গে যুক্ত উপাদানগুলো যেমন তাদের রচিত গল্প, গান, কাব্য, কথা, ছিল্কা, নাটক, কবিতা এবং প্রবন্ধের ব্যাখ্যা নতুন করে Existing Literature কে বদল না করলেও নতুন করে ভাবাতে সাহায্য করবে। এতাবৎ প্রকাশিত হওয়া গ্রন্থের (Secondary Materials) বিচার্যতাকে তলিয়ে বিশ্লেষণ করার মধ্য দিয়ে দেখাতে সচেষ্ট হয়ে উত্তরবঙ্গে বামআন্দোলনের গণ-জোয়ারে রাজবংশীদের অবস্থানকে। আন্দোলনের প্রধান ভূমিকা নিলেও, রাজবংশীরা বামপন্থী রাজনীতিতে কীভাবে মূল্যায়িত হয়েছে তার যথোপযুক্ত আলোচনা রেখেছে। সেকারণে উত্তরবঙ্গের বাম আন্দোলনের প্রসরতা দিকে না অগ্রসর হয়ে বরং উত্তরবঙ্গ নিয়ে

তাদের যে পরিভাষা প্রকাশ পেয়েছে সে দিকে লক্ষ রেখে সন্দর্ভটি রচিত হয়েছে। যে বোঝাপড়া আমাদের বুঝতে সাহায্য করবে জাতি রাজনীতির প্রসঙ্গটি। সেকারণে সন্দর্ভটি প্রণয়নে জাতি থেকে শ্রেণির জায়গাটি অনুসন্ধান যেমন করবে তেমনি শ্রেণি জায়গা থেকে জাতির মৌলিকতার প্রশ্নটির অনুসন্ধান করেছে।

অধ্যায় বিভাজন:

সন্দর্ভের **প্রথম অধ্যায়:** *'ভূমিকা'*তে সমগ্র প্রকল্পটি রূপায়নের পদ্ধতি এবং গবেষণার শূন্যতা (Research Gap) অনুসন্ধান করেছে। **দ্বিতীয় অধ্যায়:** *'উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাস ও বঙ্গের কমিউনিস্ট রাজনীতির সূচনাপর্ব'* আলোচনা করেছে জাতি ও শ্রেণির ধারণা। সেই নিরিখে উত্তরবঙ্গের জনবিন্যাসে কীভাবে বামপন্থী চিন্তাভাবনা প্রকাশ করা যায় তার প্রেক্ষিত রচনার পাশাপাশি বঙ্গের বাম আন্দোলনের ইতিহাস রচনা করা হয়েছে। **তৃতীয় অধ্যায়:** 'রাজবংশী সমাজজীবন ও জাতি প্রতিরোধ*'* এ রাজবংশী জাতি প্রশ্নটি উত্থাপন যার সব থেকে বড় অবদান রয়েছে তিনি পঞ্চানন বর্মা। তিনি রাজবংশী জাতির জনক হিসাবে বেশ পরিচিত। কারণ তিনি বঙ্গের জাতীয় ঘরনার রাজনীতির থেকে রাজবংশীদের প্রথম পৃথক করে জাতি প্রশ্নটিকে নতুন করে উপস্থাপন করেন। তিনি কীভাবে পৃথকীকরণের পথে হাটলেন তার ব্যাখ্যা করেছে আলোচ্য অধ্যায়টি। উক্ত পৃথকীকরণের রাজনীতি কীভাবে নতুন রাজবংশী সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছিল। এই নতুন সম্প্রদায়ের ধারণা নির্মাণে পঞ্চাননের সাংগঠনিক কার্যকলাপ বোঝাপড়ায় আনতে আদি সমাজের বিভিন্ন লক্ষণকে সামনে রেখে তার ব্যাখ্যা রাখা হয়েছে। সেই ব্যাখ্যানের অন্তর্ভুক্ত সমাজের প্রতিরোধ এবং বামেদের তেভাগার সংগ্রাম এই দুয়ের পারস্পরিকতা বুঝতে সাহায্য করেছে জাতির অবস্থাকে। **চতুর্থ অধ্যায়:** *'রাজবংশীদের বাম-রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়া: দেশভাগ পর্যন্ত'*- আলোচনা রেখেছেন জাতি ও

শ্রেণির সংযুক্তির বিষয়টি। তেভাগা আন্দোলনের প্রভাব এবং পরবর্তীতে বাম সরকার প্রতিষ্ঠার (১৯৭৭) মধ্য দিয়ে যে সাম্যবাদ নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে শ্রেণি প্রশ্নটি শুধু অর্থনৈতিক বিষয় না হয়ে সাংস্কৃতিক শক্তির (Cultural Power) দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। উন্নয়নকে রাজনৈতিক আলোচনার মাপকাঠিতে রেখে সাংস্কৃতিক প্রভাবকে 'সমগ্রতার' (Totality) জায়গায় নিয়ে গিয়ে সাম্যবাদের ভাবনাকে তুলে ধরে। যা **পঞ্চম অধ্যায়:** *'পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্টের শ্রেণি রাজনীতিতে রাজবংশীদের অবস্থান: উত্তর-উপনিবেশিক পর্বে'*- এ তুলে ধরা হয়েছে। ফলত সাম্যবাদের খোলসে জাতি প্রশ্নটি তার আদিসত্তার জায়গাটিকে ধরে কীভাবে নিজের অবস্থান করে নিয়েছিল তার আলোচনা রয়েছে। **ষষ্ঠ অধ্যায়:** *'উপসংহার'* তে সমগ্র গবেষণা প্রকল্পটির স্বরূপ দেখানো হয়েছে।

সহায়ক পত্র পত্রিকা এবং গ্রন্থসমূহ

প্রাথমিক উপাদান

রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), প্রথম ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩১৩।

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), দ্বিতীয় ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩১৪।

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), চতুর্থ ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা মেট্‌কাফ্‌ প্রেস, ১৩১৬।

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), পঞ্চম ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা, মেট্‌কাফ্‌ প্রেস, ১৩১৭।

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), ষষ্ঠ ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩১৮।

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), সপ্তম ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩১৯।

সরকার, পঞ্চানন (সম্পা): *সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, (ত্রৈমাসিক), অষ্টম ভাগ,* রঙ্গপুর শাখা, কলিকাতা, বিশ্বকোষ প্রেস, ১৩২১।

ক্ষত্রিয় সমিতির বাৎসরিক কার্যবিবরণী (বৃত্ত-বিবরণী)

ক্ষত্রিয় সমিতি: *ক্ষত্রিয় সমিতি কার্য্য বিবরণী,* প্রথম বর্ষ, রঙ্গপুর নাট্যমন্দির ১৮ই বৈশাখ, ১৩১৭।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *চতুর্থ সন্মীলনী ও কার্য্য বিবরণী ও তৃতীয় বর্ষ বৃত্তবিবরণী,* (৭ই, ৮ই ও ৯ই আষাঢ়) রংপুর নাট্যগৃহ, ১৩২০।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *পঞ্চম বার্ষিক সন্মীলনী কার্য্য বিবরণী,* (১৬ ও ১৭ বৈশাখ) রংপুর, ১৩২১।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *ষষ্ঠ বার্ষিক সন্মীলনী কার্য্য বিবরণী,* (৪ঠা, ৫ই ও ৬ই আষাঢ়) রংপুর ধর্মসভা গৃহ, ১৩২২।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *সপ্তম বার্ষিক সন্মীলনী কার্য্য বিবরণী,* (২২শে ও ২৩শে জ্যেষ্ঠ) রংপুর নাট্যগৃহ, ১৩২৩।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *অষ্টম সন্মীলনীর কার্য্য বিবরণী,* (২৭শে ও ২৮শে জ্যেষ্ঠ) ডায়মণ্ড জুবিলী থিয়েটার প্রাঙ্গন, দিনাজপুর, ১৩২৪।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *নবম বার্ষিক অধিবেশন* (৩১শে ও ৩২শে আষাঢ়) ডোমার, রংপুর, ১৩২৫।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *দশম সন্মীলনীর কার্য্য বিবরণী,* (২৮শে জ্যেষ্ঠ ও ১লা ও ২রা আষাঢ়) রংপুর, মনোহর বর্মা, ১৩২৬।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *একাদশ সন্মীলনী, কার্য্য বিবরণী,* (২১, ২২, ২৩শে জ্যেষ্ঠ) রংপুর, মনোহর বর্মা, ১৩২৭।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *অষ্টাদশ বার্ষিক অধিবেশন, কার্য্য বিবরণী,* (১৯, ২০, ২১শে আষাঢ়) ভান্ডারদহ স্কুল প্রাঙ্গন, পাটগ্রাম, জলপাইগুড়ি, ১৩৩৪।

ক্ষত্রিয় সমিতি: *উনবিংশ বার্ষিক অধিবেশন, কার্য্য বিবরণী,* (১৫, ১৬, ১৭শে আষাঢ়) ভোটমারী, রংপুর, ১৩৩৫।

পত্র পত্রিকা, আত্মজীবনী, ডাইরি ও বই

অধিকারী, হরিনারায়ণ: *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের আরও কিছু ঘটনাবলী,* কলিকাতা, দি সেন্ট্রাল বুক এজেন্সি, ১৯৮৮।

আহমেদ, মুজফফ্‌র: *আমার জীবন ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* প্রথম খণ্ড, ১৯২০-১০২৯, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ মুদ্রণ, ২০১৫।

আহমেদ, মুজফফ্‌র: *নির্বাচিত প্রবন্ধ,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১।

আহমেদ, আব্বাসউদ্দিন: *আমার শিল্পী জীবনের ইতিহাস,* কলকাতা, প্রতিভাস, ২০১০।

কোঙার, হরেকৃষ্ণ: *প্রবন্ধ সংগ্রহ,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।

কোঙার, হরেকৃষ্ণ: *ভারতের কৃষক সমস্যা,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৯৪।

গুহ, কমল: *আমার জীবন আমার রাজনীতি,* কলকাতা, দীপ প্রকাশনা, ২০০২।

ঘোষ, অরুন: *জনযুদ্ধ দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* দলিল সংগ্রহ ১, (১৯৪২-৪৪), কলকাতা, সেরিবান, ২০০৯।

ঘোষ, অরুন: *জনযুদ্ধ দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* দলিল সংগ্রহ ২, (১৯৪৫-৪৬), কলকাতা, সেরিবান, ২০১০।

ঘোষ, অরুন: *জনযুদ্ধ দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* দলিল সংগ্রহ ৩, (১৯৪৬), কলকাতা, সেরিবান, ২০১১।

ঘোষ, অরুন: *জনযুদ্ধ দেশভাগ ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি,* দলিল সংগ্রহ ৪, (১৯৪৬-৪৭), কলকাতা, সেরিবান, ২০১১।

চন্দ, নিখিলকুমার: *টগর অধিকারী,* লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০৪।

ডাকুয়া, দীনেশ: *কামতাপুরী আন্দোলনের আসল উদ্দেশ্য,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০১,

ডাকুয়া, দীনেশ: *কামতাপুরী ও গ্রেটার কোচবিহার একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩।

ডাকুয়া, দীনেশ: *উত্তরের গল্প,* কলকাতা, দীপ প্রকাশনা, ২০০৫।

ডাকুয়া, দীনেশ: *যা দেখেছি, যা বুঝেছি,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, ২০১০।

দত্ত, ভানুদেব: *অবিভক্ত কমিউনিস্ট আন্দোলনে বাংলা প্রেক্ষাপটঃ ভারত,* কলকাতা, মনীষা, ২০১৫।

দে, জীবন: *আমার জীবনের অক্টোবর,* তুফানগঞ্জ, সীমান্ত প্রকাশনী সংস্থা, ১৯৭৮।

দত্তগুপ্ত, সমীরণ: *তিস্তাতটরেখা,* কলকাতা, এন. ই. পাবলিশার্স, ২০০০।

দে, রমেন্দ্র নারায়ণ (সম্পা): 'দিন বদলের ডাক, অশান্ত কোচবিহার – শান্তি ফিরবে কবে?' *শারদীয়া বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৩, সংখ্যা ১৮,* দিনহাটা, কোচবিহার, অনামিকা প্রেস, ১৪১২।

নন্দী, ভাস্কর: উত্তরবঙ্গে বাঙ্গালী, কামতাপুরি এবং আদিবাসী-ঝাড়খন্ডী পরিচিতি, সি পি আই (এম-এল) প্রকাশনী, সন্তোষ রাণা কতৃক ১২১/৩ পূর্বাচল কালীতলা রোড, কলকাতা।

জোতদা্রর্স এসোসিয়েসন: সাধারণ সভার নির্দ্ধারণ, জলপাইগুড়ি, ১৯/০৪/১৯২৩ ইং।

প্রধান, অমর রায়: *জীবন নদীর বাঁকে বাঁকে,* মালদা, সংবেদন, ২০১২, (আনন্দ গোপাল ঘোষ, কার্ত্তিক চন্দ্র সূত্রধর [সম্পা.])।

প্রধান, অমর রায়: *উপেক্ষিত উত্তরবঙ্গ,* হলদিবাড়ি, কোচবিহার, দৈনিক বসুমতী, ২০০০।

পাল, হরিশ্চন্দ্র (সম্পা): *উত্তরবাংলার পল্লীগীতি, ভাওয়াইয়া খণ্ড,* কলকাতা, স্যান্যাল য়্যান্ড কোম্পানী, ১৩৮০।

প্রধান, তপন রায়: *রাজবংশী লোককথা,* কলকাতা, দীপ প্রকাশনা, ২০০৩।

পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকার, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৯৮৪।

বর্মণ, অভিজিৎ: *বাথান,* কলকাতা, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ২০০৯।

বর্মণ, উপেন্দ্র নাথ: *ঠাকুর পঞ্চানন বর্মার জীবন চরিত,* রায়গঞ্জ, রায় প্রিন্টার্স, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪১৬।

বর্মণ, উপেন্দ্র নাথ: *উত্তর-বাংলার সেকাল ও জীবন-স্মৃতি,* জলপাইগুড়ি, শ্রীদূর্গা প্রেস, ১৩৯২।

বর্মণ, উপেন্দ্র নাথ: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* জলপাইগুড়ি, ১৯৪১।

বর্মণ, উপেন্দ্র নাথ: *রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস,* কলকাতা, নিউ ভারতী প্রেস, চতুর্থ সংস্করণ- ২৭শে মাঘ, ১৪০১।

বর্মন, পরিমল; বর্মন, কানু (সম্পা): লোক-উৎস, ভান্ডানী পূজাসংখ্যাঃ এক, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বাৎসরিক পত্রিকা, মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, রায় কম্পিউটার প্রেস, *শ্রী শ্রী ভান্ডানী পূজা ও উৎসব কমিটি,* ১৪১৭।

বর্মন, কানু; বর্মন, অভিজিৎ (সম্পা): উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি বিষয়ক বাৎসরিক পত্রিকা, ভান্ডানী দ্বিতীয়া সংখ্যা, সোদর, *শ্রী শ্রী ভান্ডানী পূজা ও উৎসব কমিটি,* মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, ২০১১।

বর্মন, পরিমল: মারেয়া, উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বছরকিয়া পত্রিকা, ভান্ডানী তিতিয়া সংখ্যা, *শ্রী শ্রী ভান্ডানী পূজা ও উৎসব কমিটি,* কোলকাতা, বিভূতি পিন্টিং ওয়ার্কস্, ২০১২।

বর্মণ, হরিমোহন: *উত্তরবঙ্গে পৃথক রাজ্য কতদূর যুক্তিগ্রাহ্য,* রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি, নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়াকর্স, ১৯৮৯।

বর্মণ, হরিমোহন: *কামতাপুর রাজ্যের কাহিনী,* রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়াকর্স, ২০০৫।

বর্মণ, হরিমোহন: *মোর নিজের কাথা,* পশ্চিম খয়ের বাড়ি, রাঙ্গালীবাজনা, আলিপুরদুয়ার, ২০১৯।

বর্মণ, হরিমোহন: *বেকার,* জলপাইগুড়ি, নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০০০।

বর্মণ, হরিমোহন: *কামতাপুরী ভাষা,* জলপাইগুড়ি, নর্থ বেঙ্গল প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০০১।

বর্মণ, হরিমোহন: *মহামানবের কথা,* উত্তরবঙ্গ প্রেস, রাঙ্গালীবাজনা, জলপাইগুড়ি, ১৯৯২।

বসু, জ্যোতি: *যত দূর মনে পড়ে,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, দ্বাদশ মুদ্রণ, ২০১৫।

বসু, জ্যোতি: *নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২।

বসু, জ্যোতি: *বামফ্রন্ট সরকার ১৫ বছর,* কলকাতা, গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৩।

বিশ্বাস, অনিল: *কমিউনিস্ট পার্টি ও তার মতাদর্শ,* কলকাতা, এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৪।

বিশ্বাস, কান্তি: *আমার জীবনঃ কিছু কথা,* কলকাতা, একুশ শতক, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, ২০১৪।

বেরা, অঞ্জন (সম্পা): *জ্যোতি বসুর নির্বাচিত রচনাসংগ্রহ,* প্রথম খন্ড, কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০২।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী): *কৃষকের হাতে জমি চাই,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি, কলকাতা, গণশক্তি প্রিন্টার্স, প্রাঃ লিঃ, ২০০৫।

ভট্টাচার্য, কঙ্কণ: *নিবারণ পণ্ডিতের গান,* পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, কলকাতা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ, বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড, ২০০৮।

মণ্ডল, জগদীশ চন্দ্র: *ভারতের কমিউনিস্ট (মাকর্সবাদী) চিন্তাধারা ও তার পরিণতি,* কলকাতা, বিভূতি প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২০১২।

মুখার্জি, মানিক: *উত্তরবঙ্গের জনজীবনের বর্তমান সমস্যা প্রসঙ্গে,* কলকাতা, গণদাবী প্রিন্টার্স এন পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ২০০৫।

মজুমদার, সত্যেন্দ্রনারায়ণ: *পটভূমি কাঞ্চনজঙ্ঘা,* দার্জিলিং জেলার পার্বত্য অঞ্চল, কলকাতা, মনীষা, ১৯৮৩।

মজুমদার, দিব্যজ্যোতি (সম্পা): *পশ্চিমবঙ্গ তেভাগা সংখ্যা,* তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১৪০৪।

মুখোপাধ্যায়, সরোজ: *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৫।

মুখোপাধ্যায়, সুধীর; ঘোষ, নৃপেন: *রংপুর জেলার কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস ও পার্টি,* কলিকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি (প্রাঃ) লিমিটেড, ১৯৮৫।

রায়, ব্রজেন্দ্র নাথ: *মৈশালবন্ধু,* কোচবিহার, কোচবিহার সমাচার প্রেস, (নৃপেন্দ্র নাথ পাল, [সম্পা.], কলকাতা, অনিমা প্রকাশনী), ১৯৮৫,

রায়, চারু চন্দ্র: *চারুরায়ের দারোগাগিরি,* কোচবিহার, প্রণতি বুকস্, ১৯৯০।

রায়, নিখিলেশ (সম্পা): *ডেগর,* ভাষা-সাহিত্যে-সংস্কৃতির নয়া দুনিয়া, পথথম বর্ষ, দুতিয়া সংখা, শিবমন্দির, দার্জিলিং, নর্থ বেঙ্গল আকাদেমি অব কালচার, ২০০৪।

রায়, গিরিজাশঙ্কর: *প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গঃ লোকসাহিত্য,* জলপাইগুড়ি, উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী, ১৯৮৩।

রায়, গিরিজাশঙ্কর (সম্পা): *সাতভাইয়া* (রাজবংশী কবিতা সংকলন), শিবমন্দির, কদমতলা, দার্জিলিং, উত্তরবঙ্গ প্রকাশনী, ২০০৩।

লাহিড়ী, অবনী: *তিরিশ চল্লিশের বাংলা, রাজনীতি ও আন্দোলনের অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গে,* কলকাতা, সেরিবান, ১৯৯৯।

সিংহ, সন্তোষ: *দোতোরার ডাং,* শিলিগুড়ি, রাজবংশী একাদেমি, ২০১২।

সাহা, সঞ্জয় (সম্পা): *তিতির একটি সাহিত্য পত্রিকা,* অষ্টম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ২০০৯।

সেন, রণেন: *বাংলায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের প্রথম যুগ, (১৯৩০-৪৮),* কলকাতা, বিংশ শতাব্দী, ১৯৮১।

সেন, রণেন: *ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির কথা (১৯৪৮-১৯৬৪),* কলিকাতা, বিংশ শতাব্দী প্রিন্টার্স, ১৯৯২।

সেন, মণিকুন্তলা: *সেদিনের কথা,* কলকাতা, নবপত্র প্রকাশন, ১৯৮২।

সেন, মিনতি; গুপ্ত, শুভাশিষ: *উত্তরবাংলার জেলাগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস,* প্রথম খন্ড, দেশভাগ পর্যন্ত, কেশব চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা, মাইক্রো কম্পিউটার সেন্টার (শাখা), ২০১৬।

সেন, মিনতি; গুপ্ত, শুভাশিষ: *উত্তরবাংলার জেলাগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস,* দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৪৭-১৯৫৩, কেশব চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা, মাইক্রো কম্পিউটার সেন্টার (শাখা), ২০১৭।

সেন, মিনতি; গুপ্ত, শুভাশিষ: *উত্তরবাংলার জেলাগুলির কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস,* তৃতীয় খন্ড, ১৯৫৪- ১৯৫৮, কেশব চন্দ্র স্ট্রিট, কলকাতা, মাইক্রো কম্পিউটার সেন্টার (শাখা), ২০১৮।

সুরজিৎ, হরকিষাণ সিং: *ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৫।

ভট্টাচার্য, জয়ন্ত: *পশ্চিমবঙ্গঃ জমি আন্দোলন ও ভুমি সংস্কার,* কলকাতা, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩।

হোড়, সোমনাথ: *তেভাগার ডাইরি ও চা-বাগিচা কড়চা,* কলকাতা, সুবর্ণরেখা, ১৯৯১।

ইংরাজি বই ও সরকারি রিপোর্ট (প্রকাশিত)

Banrjee, Dilip: *Election Recorded, An analytical Reference, Bengal, West Bengal, 1862-2012,* vol- 1, Kolkata, Star Publishing House, Sixth Edition, 2012.

Census of India, 2011, West Bengal Series-20, Part XII-B, Dristrict Census Handbook Kuch Bihar, Village and Town Wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011.

Census of India, 2011, West Bengal Series-20, Part XII-B, Dristrict Census Handbook Jalpaiguri, Village and Town Wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011.

Census of India, 2011, West Bengal Series 20, Part XII-B, Dristrict Census Handbook North Dinajpur, Village and Town Wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011.

Census of India, 2011, West Bengal Series-20, Part XII-B, Dristrict Census Handbook South Dinajpur, Village and Town Wise Primary Census Abstract (PCA), Directorate of Census Operations, West Bengal, 2011.

Chowdhury, H. N.: *The Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement,* Cooch Behar, the Cooch Behar State Press, 1903.

Dutt, R. Palme: *India Today*, Bombay, People's Publishing House LTD. 1949.

Floud, Francis: Report of the Land Revenue Commission, Bengal, vol-I, Alipore, Bengal Government Press, 1940.

Ghoshal, Sarat Chandra: *A History of Cooch Behar, from the earliest times to the end of eighteen century A.D.*, Cooch Behar, The State Library Press, 1949.

Grierson, George Abraham: Linguistic survey of India, Vol-V, Part-I, Specimen of the Bengali and Assamese Language, Calcutta, Office of the Superintendent of Government Printing, India, 1903.

Gruning, J. F.: Eastern Bengal and Assam District Gazetteers: Jalpaiguri, Allahabad, 1911.

Hunter, W.W.: *A statistical account of Bengal,* vol x, London, Trubner & Co., 1876.

Malley, L.S.O.': *Indian Caste Custom*, পুর্নমুদ্রণ, London, Cambridge University Press, 2013.

Majumder, Durgadas: *West Bengal District Gazeteers*, Kuch Bihar, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1977.

Martin, Montgomary: *The History, Antiquity, Topography and Statistic of Eastern India*, Landon, W.H. Allen and Co. 1838, পুর্নমুদ্রণ, Delhi, Cosmo Publications, 1976.

Risley, H. H.: *The Tribes and Castes of Bengal*, vol 2, Calcutta, Bengal Secretariat Press, 1892.

গৌণ উপাদান

বাংলা বই ও প্রবন্ধ

কবিরাজ, সুদীপ্ত: *মার্কস ও স্বর্গের সন্ধান,* কলকাতা, অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০২২।

গোস্বামী, কমলেশ (সম্পা): *বিদ্রোহ ও আন্দোলনে উত্তরবঙ্গ,* কলকাতা, প্রিয়া বুক হাউস, ১৪২০।

ঘোষ, শৈলেন্দ্র কুমার: *গৌড় কাহিনী,* কলিকাতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, ১৩৫৭।

ঘোষ, আনন্দ গোপাল: *উত্তরবঙ্গের নামের সন্ধানে,* শিলিগুড়ি, এন. এল. পাবলিশার্স, ২০০৬।

ঘোষ, আনন্দ গোপাল; দাস, নীলাংশুশেখর (সম্পা): *সন্ন্যাসী থেকে সিপাহী বিদ্রোহঃ প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ,* মালদা, সংবেদন, ২০১১।

চন্দ্র, অমিতাভ: 'ষাটের দশকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম বিভাজন ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার সমান্তরাল প্রয়াস: একটি পর্যালোচনা', অনিরুদ্ধ রায় (সম্পা.): ইতিহাস অনুসন্ধান- ১৯, *কলকাতা, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫।*

চন্দ্র, অমিতাভ: 'বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় (১৯৩৫-১৯৩৯)', গৌতম চট্টোপাধ্যায় (সম্পা): ইতিহাস অনুসন্ধান-৫, *কলকাতা: কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, ১৯৯০।*

চাকী, দেবব্রত (সম্পা): উত্তর প্রসঙ্গ, একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণধর্মী জার্নাল, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, প্রথম খন্ড, কলকাতা, ফাইভ স্টার প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২০১১।

চাকী, দেবব্রত (সম্পা): *উত্তর প্রসঙ্গ, একটি আর্থ-সামাজিক বিশ্লেষণ ধর্মী জার্নাল,* ১৩ বর্ষ, ৯-১০ সংখ্যা, অক্টোবর-নভেম্বর, ২০১৯।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ: নাগরিক, প্রবন্ধ সংকলন, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০২১।

চট্টোপাধ্যায়, পার্থ: *'কৃষকবিদ্রোহ ও রাষ্ট্র বিপ্লব*, অনিল আচার্য (সম্পা): তিন দশকের গণআন্দোলন, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৮।

চট্টোপাধ্যায়, সুনীতিকুমার: *জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য,* কলকাতা, মিত্র এন্ড ঘোষ, ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ।

জামান, বদিউজ্ (সম্পা): *রংপুর গীতিকা,* প্রথম খণ্ড, ঢাকা, বাংলা একাদেমি, ১৩৭৮।

ডাকুয়া, অরবিন্দ: *রায় সাহেব পঞ্চানন বর্মা,* আলিপুরদুয়ার জংশন, উপমহাদেশ পাবলিকেশন, ২০১৫।

দাস, সুকুমার: *উত্তরবঙ্গের ইতিহাস,* কলকাতা, কুমার সাহিত্য প্রকাশন, ১৯৮২।

দাস, প্যারীমোহন: *ইতিবৃত-তত্ত্ব বা আর্য্য-অনার্য্য-বুভুৎসা,* কলিকাতা, ললীত প্রেস, ১৩২২।

দাশ, সুস্নাত: *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ও অবিভক্ত বাঙলার কমিউনিস্ট আন্দোলন,* প্রথম খণ্ড, (১৯২০-১৯৪১), কলকাতা, নক্ষত্র প্রকাশন, ২০১৮।

দাশ, সুস্নাত: *অবিভক্ত বাংলার কৃষক সংগ্রাম, তেভাগা আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক প্রেক্ষিত-পর্যালোচনা-পুনর্বিচার,* কলকাতা, নক্ষত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭।

দাশ, চিত্তরঞ্জন: *পশ্চিমবঙ্গে ভূমিসংস্কার ও ভারতের কৃষি-অর্থনীতি,* দঃ ২৪ পরগনা, মোক্ষদা প্রিন্টিং অ্যান্ড পেপার মার্ট, ২০০৯।

দাসগুপ্ত, অভিজিৎ (সম্পা): *বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন,* কলকাতা, কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী, ২০১৮।

দত্ত, পরিতোষ; সরকার, চিত্রভানু (সম্পা): *উত্তরবঙ্গের রাজনীতি হিংসা ও সম্প্রীতি,* সহজ পাঠ, বি/১৩৮ ডি বাঘাযতীন বাজার, কলকাতা, ২০০১।

দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ: *বাংলার ইতিহাস (সামাজিক বিবর্তন),* কলকাতা, র‌্যাডিক্যাল, ২০২০।

দত্ত, সত্যব্রত: *বাংলার বিধানসভার একশো বছর, রাজানুগত্য থেকে গণতন্ত্র,* কলকাতা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ২০০২।

ধর, কমলেন্দু (সম্পা): স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, দেশকাল, ১৯৫৯।

দেব, রণজিৎ: *রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতির ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, কলকাতা, দেশ প্রকাশন, ২০১৪।

দুবে, এস. সি.: *ভারতীয় সমাজ,* ইন্ডিয়া, ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্ট, ১৯৯৬।

বর্মণ, রূপ কুমার: *জাতি-রাজনীতি, জাতপাত ও দলিত প্রতর্ক, পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তপশিলি জাতির অবস্থান,* কলকাতা, অ্যালফাবেট বুকস্, ২০১৯।

বর্মণ, রূপ কুমার: সমকালীন পশ্চিমবঙ্গ: জাতপাত, জাতি-রাজনীতি ও তপশিলি সমাজ, কলকাতা, গাঙচিল, ২০২২।

বর্মন, ক্ষিতীশ চন্দ্র (সম্পা): *ঠাকুর পঞ্চানন স্মারক,* কলকাতা, বীনাপাণি প্রেস, ২০০১।

বর্মা, ধর্মনারায়ণ: *কামতাপুরী ভাষা-সাহিত্যের রূপরেখা,* তুফানগঞ্জ, কুচবিহার, অন্তময়ী প্রিন্টার্স, ১৪০০।

বর্মা, যূথিকা: *জাতি-রাজনীতি থেকে জাতীয় রাজনীতি, উপেন্দ্রনাথ বর্মণ (১৮৯৮-১৯৮৮) ও তাঁর সমকালীন উত্তরবঙ্গ,* কলকাতা, সোপান, ২০২১।

বসু, সজল: *বাঙ্গালী জীবনে দলাদলি,* কলকাতা, কল্পন, ১৯৮৬।

বসু, নির্মলকুমার: *হিন্দু সমাজের গড়ন,* কলিকাতা, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থালয়, ১৩৫৬।

বড়াল, মনোরঞ্জন: *প্রসঙ্গঃ তফশিলভুক্তদের সংরক্ষণ ব্যবস্থা,* কলিকাতা, পথসংকেত প্রকাশনা, ১৯৯০।

বিশ্বাস, অশোক: *বাংলাদেশের রাজবংশীঃ সমাজ ও সংস্কৃতি,* ঢাকা, বাংলা একাদেমি, ২০০৫।

বিশ্বাস, বিপদ ভঞ্জন: *ভারত বিভাগ যোগেন্দ্রনাথ ও ডঃ আম্বেদকর,* কলিকাতা, বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র, ২০০৩।

বেতেই, আন্দ্রে: *'কৃষি ব্যবস্থায় শ্রেণীর স্বরূপঃ জোতদারদের কথা',* অভিজিৎ দাশগুপ্ত (সম্পা): বাংলার কৃষি সমাজের গড়ন, কলকাতা, *কে পি বাগচী অ্যান্ড কোম্পানী,* ২০১৮।

বৈরাগী, রাধাকৃষ্ণ: *গোসানীমঙ্গল,* (নৃপেন্দ্রনাথ পাল (সম্পা.) কলকাতা, অনিমা প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯২)।

ভদ্র, গৌতম; চট্টোপাধ্যায়, পার্থ (সম্পা): *নিম্নবর্গের ইতিহাস,* কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮।

ভদ্র সুজাতা; মন্ডল, পূর্ণেন্দু: *পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক হত্যা, ১৯৭৭-২০১০,* একটি সমীক্ষা, কলকাতা, ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স প্রা. লি., ২০১৩।

ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পা): *মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা,* ত্রয়োদশ বর্ষ, কলকাতা, সাধনা প্রেস, ১৯৯০।

ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পা): *মধুপর্ণী, বিশেষ জলপাইগুড়ি জেলা সংখ্যা,* ১৩৯৪।

ভট্টাচার্য, অজিতেশ (সম্পা): *আত্মস্মৃতিতে উত্তরবঙ্গ,* কলকাতা, সমীক্ষা প্রকাশন, ২০০২।

ভট্টাচার্য, দিগিন্দ্রনারায়ণ: *জাতিভেদ,* কলকাতা, পি সি চক্রবর্তী এন্ড ব্রাদার্স, ১৩২৫।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র: *বাংলাদেশের ইতিহাস,* প্রথম খণ্ড, ঢাকা, দিব্য প্রকাশন, ২০১৭।

মজুমদার, রমেশচন্দ্র: *বাংলাদেশের ইতিহাস,* দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ), ঢাকা, দিব্যপ্রকাশ, প্রথম সংস্করণ, ২০১৭।

মোহাম্মদ, হাসান: *কমরেড মুজফ্ফর আহমেদ ও বাংলার কমিউনিস্ট আন্দোলন,* ঢাকা, ডানা পাবলিশার্স, ১৯৮৯।

রায়, গিরিজাশংকর: *উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ,* কলকাতা, দেশ প্রকাশন, ২০১৫।

রায়, দীপক কুমার: *মনীষী পঞ্চাননের ক্ষাত্র আন্দোলন–অনালোচিত অধ্যায়,* চাঁচল, মালদা, কল্যানী পাবলিকেশন, ২০১৩।

রায়, দীপক কুমার: *রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার সম্পাদক পঞ্চানন বর্মা,* কলকাতা, ছায়া পাবলিকেশন, ২০১৬।

রায়, জ্যোতির্ময়: *রাজবংশী সমাজদর্পন,* কলকাতা, দি সী বুক এজেন্সি, ২০১২।

রায়, ধনঞ্জয়: *উত্তরবঙ্গের ধর্ম ও সমাজসংস্কার আন্দোলন,* মালদহ, নর্থ ইষ্ট পাবলিকেশন, ১৯৮৯।

রায়, ধনঞ্জয়: *উত্তরবঙ্গের লোকজীবন চর্যা,* কলিকাতা, ভোলানাথ প্রকাশনী, ১৩৬২।

রায়, ধনঞ্জয়: *উত্তরবঙ্গ, উনিশ ও বিশ শতক,* কলকাতা, দীপ প্রকাশন, ২০০৫।

রায়, ধনঞ্জয় (সম্পা): *তেভাগা আন্দোলন,* কলকাতা, আনন্দ পাবলির্শাস, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৭।

রায়, নীহাররঞ্জন: *বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫২।

রায়, নীহাররঞ্জন: *বাঙ্গালীর ইতিহাস, আদি পর্ব,* কলকাতা, দে'জ পাবলির্শিং, সপ্তম সংস্করণ, ১৪১৬।

রায়, নীহাররঞ্জন: *ভারতেতিহাস জিজ্ঞাসা,* কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৫।

রায়, রণজিৎ: ধ্বংসের পথে পশ্চিমবঙ্গ: কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ে প্রতিবেদন, কলকাতা, নিজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১৫।

রায়, সুপ্রকাশ: *তেভাগার সংগ্রাম,* কলকাতা, র্যাডিক্যাল, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১১।

রায়, হরিপদ: *গণ আন্দোলনে কোচবিহার,* কলকাতা, অ্যালবাট্রস, ২০১৯।

রুদ্র, অশোক: *'ভুমিসম্পর্কের রূপান্তর ও কৃষির উন্নয়ন'*, কললেন্দু ধর (সম্পা): স্বাধীনতার-উত্তর পশ্চিমবঙ্গ, কলকাতা, দেশকাল, ১৯৫৯।

রহমান, বজলে: *উত্তরবঙ্গের মুসলিম সমাজ,* কলকাতা, শ্রেষ্ঠা পাবলিকেশন, ২০০৮।

সরকার, ইছামুদ্দিন (সম্পা): *ঐতিহ্য ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ,* আসাম, এন এল পাবলিশার্স, ২০০২।

সেন, ক্ষিতিমোহন: *জাতিভেদ,* কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ১৩৫৩।

শর্মা, উমেশ: *জলপাইগুড়ির ইতিহাস,* কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০১৮।

ইংরাজি বই ও প্রবন্ধ

Barman, Rup Kumar: *Contested Regionalism*, A new look on the History, culture Change, and Regionalism on North Bengal and Lower Assam, Delhi, Abhijeet Publications, 2007.

Barman, Rup Kumar: *From Tribalism to State*, Reflections on the emagence of Koch-kingdom, (early fifteen to 1977), Delhi, Abhijeet Publications 2007.

Barman, Rup Kumar: *Partition of India and its impact on Scheduled Castes of Bengal,* New Delhi, Abhijeet Publications, 2012.

Barman, Rup Kumar: *Caste Class and Culture: The Malos, Adwaita Malla Barman and History of India and Bangladesh*, New Delhi, Abhijeet Publications, 2020.

Barman, Rup Kumar: 'Right-Left Right' and Caste Politics: The Scheduled Castes in West Bengal Assembly Election (from 1920 to 2016)', *Contemporary Voice of Dalit, Vol-10, Issue-2,* 216-231, Sage Publication, 2018.

Basu, Swaraj: *Dynamics of a Caste Movement, the Rajbansis of North Bengal, 1910-1947,* Delhi, Manohar, 2003.

Barma, Sukhbilas: *Indomitable Panchanan, an objective study on Rai Saheb Panchanan Barma,* New Delhi, Global Vision Publishing House, 2017.

Bandyopadhyay, Sekhar: *Caste, Potest and Identity in Colonial India, The Namasudras of Bengal, 1872-1947,* New Delhi, Oxford University Press, 2011.

Bandyopadhyay, Sekhar: *Caste, Culture and Hegemony, Social Dominance in Colonial Bengal,* New Delhi, sage Publication, 2004.

Bhattcharyya, Moumita Ghosh: '*The story of the lives and sufferings of the Rajbanshis of North Bengal*', Debi Chaterjee (ed): Voice of Dalit, Vol 2, No 2, Kolkata, MD Publictions Pvt. 2009.

Bhattacharya, Jogendra Nath: *Hindu Caste and Sects, An exposition of the origin of the Hindu Caste system and the bearing of the sects towards each other and towards others religious system.* Calcutta, Thacker, Spink and Co. 1896.

Bose, Sugata: *Agrarian Bengal, Economy, Social Structure and Politics, 1919-1947,* Landon, Cambridge University Press, 1986.

Chandra, Uday; Geir Heierstad and Kenneth Bo Neilsen (eds.): *The politics of Caste in West Bengal,* New Dilhi, Routledge, 2016.

Cooper, Adrienne: *Sharecropping and Sharecropper's Struggles in Bengal, 1930-1950*, Calcutta, K.P. Bagchi & Company, 1988.

Chaterji, Sunity kumar: *Kirata Jana Kriti*, Calcutta, Asiatic Society, 1951.

Chatterjee, Parth: *Bengal 1920-1947, Land Question,* Volume one, Calcutta, K P Bagchi & Company, 1984.

Chatterjee, Parth: *Nation and its Fragments, Colonial and Postcolonial Histories*, New Jersey, Princeton University Press, Princeton, 1993.

Chatterjee, Parth: *The Present History of West Bengal: Essays in Political Criticism*, New Delhi, Oxford University Press, 1997.

Chatterjee, Parth: *Empire & Nation,* Himalayana, Permanent Black, 2010.

Chaterjee, Partha: '*Partition and Mysterious disappearance of Caste in Bengal*', Uday Chandra, Geir Heierstad and Kenneth Bo Neilsen (eds): The politics of Caste in West Bengal, New Dilhi, Routledge, 2016.

Chatterji, Joya: *Bengal Divided Hindu Communalism and Partition, 1932-1947,* New York, Cambridge University Press, 1994.

Chatterji, Rakhahari (ed.): *Politics in West Bengal: Institutions, Processes and Problems,* Calcutta, The World Press Private Limited, 1985.

Chatterji, Rakhahari & Basu, Partha (ed.): *West Bengal Under The Left: 1977-2011*, New York, Routledge, 2020.

Choudhary, Profulla Roy: Left experiment in West Bengal, New Delhi, Patriot Publishers, 1985.

Dasgupta, Rajarshi: 'The CPI (M) 'Machinery' in West Bengal: Two Village narratives from Kochbihar and Malda', *Economic & Political Weekly*, Vol- XLIV, No- 9, February 28, 2009.

Dasgupta, Abhijit: *Land and Politics in West Bengal: A sociological study of a multi-caste village,* Doctoral thesis, University of Sussex, 1980.

Das Gupta, Ranjit: Economy, *Society and Politics in Bengal: Jalpaiguri 1869-1947,* Delhi, Oxford University Press, 1992.

Das, Dhirendra nath: *Regional Movements, Ethnicity and Politics,* Delhi, Abhijeet Publication, 2005.

Das, Samir, Kumar: 'Living the Absence, The Rajbanshi of North Bengal', *Mumbai, Tata Institute of Social sciences, TISS working Paper No. 5*, March 2015.

Debnath, Sailen: The Koch-Rajbanshis from Panchanan to Greater Cooch Behar Movement, New Delhi, Aayu Publications, 2016.

Debnath, Sailen (ed): Social and Political Tensions in North Bengal (Since 1947), Siliguri, N. L. Publishers, 2007.

Dhanagare, D. N.: *Peasant Movement in India: 1920-1950,* New York, Oxford University Press, 1983.

Dirks, Nicholas B.: *Caste of Mind, Colonialism and the making of modern India,* New Jersey, Princeton, 2001.

Dutta, Nripendra Kumar: *Origin and Growth of Caste in India,* Calcutta, The book Company. Lm., 1931.

Dutta, *Nripendra* Kumar: *Origin and Growth of Caste in India,* vol. II, Castes in Bengal, Calcutta, Firma K.L.Mukhopadhyay, 1969.

Dumont, Louis: *Homo Hierarchicus, the Caste system and its implications*, New Delhi, Oxford University Press, 1998.

Franda, Marcus F.: Radical Politics in West Bengal, London, M.I.T. Press, 1971.

Franda, Marcus F.: Political Development and Political Decay in Bengal, Calcutta, K. L. Mukhopadhyay, 1971.

Gandhi, Leela: *Affective Communities, Anti-colonial Thought and the politics of Friendship,* Duke University Press, 2006.

Gait, Sir Edward: A History of Assam, Indian Reprints, Guwahati, EBH Publishers, 2008.

Guha, Ayan: 'Beyond conspiracy and coordinated ascendancy': Revisiting Caste question in West Bengal under Left Front Rule (1977-2011), '*Contemporary Voice of Dalit'*, Sage Publication, India (Pvt) Ltd. 2021.

Gupta, Amit: Crises and Creativities: Meddle-Class Bhadralok in Bengal 1932-52, Hydrabad Orient Blackswan, 2009.

Guru, Gopal; Sarukkai, Sundar: *The Cracked Mirror, an Indian Debate on experience and theory,* New Delhi, Oxford University Press, 2012.

Joseph, Miranda: *Against the Romance of Community,* London, University of Minnesota Press, 2002.

Karve, Irawaty: *Hindu Society-An Interpretation*, Poona, Sangam Press Private Ltd., Deccan College, 1961.

Kundu, Narattom: *Caste and Class in pre- Muslim Bengal, studies in social History of Bengal*, Doctoral Thesis, London, University of London, 1963.

Mallick, Ross: *Development policy of a Communist government: West Bengal since 1977,* London, Cambridge University Press, 1993.

Mukherji, Partha: 'Study of Social Conflicts, Case of Naxalbari Peasant Movement', *Economic and Political Weekly,* Vol. 22, No. 38, *Sep. 19, 1987.*

Paz, Octavio: In light of India, London, The Harvill Press, 1955.

Ray, Anuradha: *Cultural Communism in Bengal 1936-1952*, Delhi, Primus Books, 2014.

Rao, Anupama: *The Caste Question, Dalits and the Politics of Modern India,* Ranikhet, permanent Black, 2012.

Roy, Subhajyoti: *Jalpaiguri under Colonial rule, 1765 to 1948,* Doctoral thesis, London, University of London, 1997.

Ruud, Arild Engelsen: *Poetics of Village Politics, the Making of West Bengal's Rural Communism,* London, Oxford University Press, 2003.

Sanyal, Hitesranjan: *Social Mobility in Bengal,* Calcutta, Papyrus, 1959.

Xaxa, Virginius: Agrarian Social structure and Class relations in two villages of Jailpaiguri District: A comparative study of the subsistence and Plantation settings, Doctoral thesis, Department of Humanities and Social sciences, Indian Institute of technology, Kanpur, 1978.

সাক্ষাৎকার

বর্মণ, বলেন [৫৯], *সাক্ষাৎকার,* নেন্দারপাড়, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৯।

বর্মণ, হরিমোহন [৭০],*সাক্ষাৎকার,* রাঙ্গালীবাজনা, আলিপুরদুয়ার, ২০১৯।

রায়, সদানন্দ [৬৫],*সাক্ষাৎকার,* ভাঐরথানা, শীতলখুচি, কোচবিহার, ২০১৮।

রায়, মহিম [৬২],*সাক্ষাৎকার,* কইমারি, শীতলখুচি, কোচবিহার, ২০১৯।

নাথ, প্রদীপ [৬৫],*সাক্ষাৎকার,* মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৮।

রায়, শরৎ [৭৩],*সাক্ষাৎকার,* গোলকগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৯।

পাল, নৃপেন [৬৫],*সাক্ষাৎকার,* শীতলখুচি, কোচবিহার, ২০১৯।

লস্কর, গোপাল [৬১], *সাক্ষাৎকার,* পচাগড়, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৯।

কচুমুদ্দিন, হাজি [৯৮],*সাক্ষাৎকার,* চান্দামারি, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৮।

আসোয়ার, ধনবর [৬১], *সাক্ষাৎকার,* চান্দামারি, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৮।

বর্মণ, চন্দ্রমোহন [৭০], *সাক্ষাৎকার,* নেন্দারপাড়, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৮।

বর্মণ, সাতারু [৭০], *সাক্ষাৎকার,* নেন্দারপাড়, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০২০।

বর্মণ, ডোলগোবিন্দ [৬৮], *সাক্ষাৎকার,* জটামারি, শীতলখুচি, কোচবিহার, ২০১৯।

অধিকারী, শ্যামল [৪২], *সাক্ষাৎকার,* জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৮।
বর্মণ, মন্টু [৬১], *সাক্ষাৎকার,* নেন্দারপাড়, জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৮।
আলি, ইউসুফ [৭৫], *সাক্ষাৎকার,* জোরপাটকি, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০২০।
চৌধুরি, অরুন [৬৩], *সাক্ষাৎকার,* পচাগড়, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৯।
রহমান, বজলে [৬৫], *সাক্ষাৎকার,* কোচবিহার, ২০১৮।
চক্রবর্তী, রবীচরন [৭০], *সাক্ষাৎকার,* এলংমারী, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০১৯।
রায়, তারিনী [৬৫],*সাক্ষাৎকার,* কোচবিহার ২০১৯।
শর্মা, উমেশ [৭৭], *সাক্ষাৎকার,* জলপাইগুড়ি, ২০১৯।
মজুমদার, দেবাশিস [৫৪],*সাক্ষাৎকার,* গোলকগঞ্জ, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার, ২০২১।

সংবাদপত্র

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আনন্দবাজার পত্রিকা

সংবাদ আজকাল

Webliography:

(https://thewire.in/inpolitics/bjp-bengal-elections-amit-shah-koch-rajbanshi-tmc-greater-cooch-behar

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

গবেষকের স্বাক্ষর